ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 92 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৪৮ ● কলকাতা ● ২৫ ভাদ্র, ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 55

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

আর যে চিত্ত বর্তমানে নেই, তা অস্থির হয় আর অস্থির চিত্ত অশক্ত চিত্ত হয়। আর এক অশক্ত চিত্ত দিয়ে শক্তিশালী পরমাত্মাকে কি করে পাওয়া যেতে পারে? অশক্ত চিত্ত দিয়ে কখনও পরমাত্মাকে পাওয়া সম্ভবই নয়।"

ঐ সময়ই সূর্যোদয় হয় আর গুরুদেব সূর্য্যদেবতার বন্দনা করেন এবং আগে বলতে শুরু করেন, "কোন মানুষই না তো অতীতকালকে ভুলতে পারে আর না আসক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আজ পর্যন্ত কোন মানুষ না এরকম করতে পেরেছে আর না করতে পারবে। কারণ মানুষের যে জীবনীশক্তি আছে, চিত্তশক্তি তার থেকে বেশী শক্তিশালী।

ক্রমশঃ

আমেরিকার নির্দেশে নেপালের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র সরবরাহ করেছিলেন পাক সেনাপ্রধান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কাঠমান্ডু: নেপালে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টির পিছনে আমেরিকা ও তার দোসর পাকিস্তানের সরাসরি হাত থাকার প্রমাণ পেয়েছেন দেশটির গোয়েন্দারা। মঙ্গলবার রাতে নেপালের এক গোয়েন্দা আধিকারিক জানিয়েছেন, 'ভারতকে অস্থির করার উদ্দেশেই নেপালে বিক্ষোভ সংগঠিত হয়েছে। বিক্ষোভকারীদের হাতে দেখা গিয়েছে ভারী আগ্নেয়াস্ত্র।

মার্কিন সরকারের পরিকল্পনা মতোই মঙ্গলবার সকালে প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির সঙ্গে দেখা করে তাঁকে ইস্তফার নির্দেশ দেন সেনাপ্রধান সিগদালে। নির্দেশ না মানলে গুলি করে হত্যা করা হবে বলেও হুঙ্কার ছাড়েন।। সেই হুঙ্কারের পরেই প্রাণ বাঁচাতে ইস্তফা দেন ওলি। পাশাপাশি মার্কিন পরিকল্পনা মাফিক সশস্ত্র বিক্ষোভকারীরা সংসদ ভবন ছাড়াও রাজধানীর

এরপর ৩ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী

এবার থেকে

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

BHABANI CHILD INSTITUTE

Estd.: 1993

ADMISSION IS GOING ON

• Nursery class for academic year 2025 will commence from Wednesday, 4th December, 2024.

• Number of seats is limited. Parents are informed to contact the below mobile numbers for further information.

ADMISSION TIME- 9 AM TO 1 PM.

CONTACT- 9083249944, 9083249933, 9083249922

উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন
শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ক্রস ভোটিং নিয়ে সন্দেহ ছিল

ডঃ সমরেন্দ্র পাঠক, সিনিয়র সাংবাদিক

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫। দেশের ১৫তম উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন গতকাল সম্পন্ন হয়েছে। রাজনৈতিক অভিজ্ঞ এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ) প্রার্থী সি.পি. রাধাকৃষ্ণণ তার প্রতিদ্বন্দ্বী ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্সের সুদর্শন রেড্ডিকে ৪৫২ ভোট পেয়ে পরাজিত করেছেন।

"সংসদ ভবন" ভোটকেন্দ্রে ভোটদান থেকে ফলাফল প্রকাশের আগ পর্যন্ত আলোচনা ছিল যে সাংসদরা ব্যাপকভাবে ক্রস ভোট দিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই, এটিকে সরকারবিরোধী হিসেবে দেখা হচ্ছিল, কিন্তু ফলাফল আসার সাথে সাথেই সকলকে অবাক করে দেওয়া হয়েছে। শ্রী রাধাকৃষ্ণণ এনডিএ ভোটের চেয়ে ২৫টি বেশি ভোট পেয়েছেন।

নির্বাচন কর্মকর্তা পিসি মোদির মতে, মোট ৭৬৭ জন সাংসদ উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পক্ষে ভোট দিয়েছেন, যার মধ্যে ৭৫২ জন বৈধ এবং বাকি ১৫ জনকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। শ্রী রাধাকৃষ্ণণ মোট ৪৫২টি ভোট পেয়েছেন। ইলেক্টোরাল কলেজের মোট ৭৮১ জন সদস্যের মধ্যে ৭৬৭ জন (একটি পোস্টাল ব্যালট সহ) ভোট দিয়েছেন।

এই নির্বাচনের ইলেক্টোরাল কলেজে রাজ্যসভার ২৩৩ জন নির্বাচিত সদস্য (বর্তমানে পাঁচটি আসন শূন্য) এবং ১২ জন মনোনীত সদস্য এবং লোকসভার ৫৪৩ জন নির্বাচিত সদস্য (বর্তমানে একটি আসন শূন্য) অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইলেক্টোরাল কলেজে মোট ৭৮৮ জন সদস্য রয়েছেন (বর্তমানে ৭৮১)।

বিশেষ বিষয় ছিল যে বিজু জনতা দল (বিজেডি), ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস) এবং শিরোমণি আকালি দল (এসএডি) ইতিমধ্যেই নির্বাচন থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ফলাফল আসার পর, কিছু এনডিএ নেতা বলেছিলেন যে ঝাড়খণ্ড এবং মহারাষ্ট্র সহ কিছু রাজ্যের বিরোধী সাংসদরা ক্রস ভোট দিয়েছেন। উভয় রাজ্যেই তার পক্ষে কিছুটা অনুভূতি ছিল, কারণ শ্রী রাধাকৃষ্ণণ উভয় রাজ্যের রাজ্যপাল ছিলেন। একই সাথে, কিছু বিরোধী নেতা আম আদমি পার্টি এবং শিবসেনা (ইউবিটি) কে দোষ দিচ্ছিলেন, কিন্তু উভয় দলই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

তবে, শ্রী রাধাকৃষ্ণণ তার জয়ের জন্য সকল সাংসদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন যে ২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত ভারতের লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের সকলের একসাথে কাজ করা উচিত।

লোকালয়ে হাতি ঢুকে,ভেঙে দিল পাকা ঘরের দেওয়াল

হরেকৃষ্ণ মণ্ডল,ফালাকাটা

ফালাকাটার বিভিন্ন গ্রামে যেন হাতির হানায় লাগাম নেই। প্রায় রাতেই হাতি ঢুকে পড়ছে লোকালয়ে। কখনও ক্ষতি হচ্ছে সবজির। কখনও ভাঙছে ঘরবাড়ি। ফালাকাটা ব্লকের এক প্রান্তে জলদাপাড়া বনাঞ্চল। আরেক প্রান্তে মাদারিহাট রেঞ্জের দক্ষিণ খয়েরবাড়ির জঙ্গল। মঙ্গলবার মাঝ রাতে দক্ষিণ খয়েরবাড়ির জঙ্গল থেকেই একটি হাতি ঢুকে পড়ে ময়রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের তালুকেরটারি গ্রামে। স্থানীয় মহেশ বর্মনের রান্না ঘরে হাতিটি হামলা চালায়।

পাশেই শোবার ঘরে তিনজন ছিলেন। হাতির শব্দে ঘুম ভেঙে গেলে তারা সবাই বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে প্রতিবেশী অন্য বাড়িতে আশ্রয় নেন। পরে দেখা যায় হাতিটি পাকা দেওয়াল ভেঙে রান্না ঘরে থাকা র‍্যাশনের আট প্যাকেট আটা ও ২৫ কেজির এক বস্তা চাল সাবাড় করে দেয়। রাতে বনকর্মীরা অবশ্য এলাকায় আসেননি। এছাড়াও একই গ্রামের ঝন্টু দাসের বাড়ির বেড়াও ভাঙে। আবার খাড়িয়াপাড়ার বালিরাম ওরাওয়ের ঘরের বেড়া ভাঙে। রাতে অবশ্য স্থানীয়রাই বাজিপটকা ফাটিয়ে হাতিটিকে তাড়িয়ে দেন। তবে বুধবার সকালে এলাকায় আসেন দক্ষিণ খয়েরবাড়ির বিট অফিসার প্রকাশ সুব্বা। পরে বিট বাবু বলেন,'তিনটি বাড়ি আংশিক ক্ষতি হয়। আবেদন করতে বলা হয়েছে। সরকারি নিয়ম মেনে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

(১ম পাতার পর)

আমেরিকার নির্দেশে নেপালের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র সরবরাহ করেছিলেন পাক সেনাপ্রধান

ভৈসেপাটি এলাকায় মন্ত্রী ও সরকারি আমলাদের ভবনেও আগুন দেন বিক্ষোভকারীরা। বেধড়ক মারধর করার পরে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ঝালানাথ খানালের বাড়িতে আগুন ধরানো হয়। ওই আগুনে ঝলসে মারা যান তাঁর স্ত্রী। লক্ষ্যণীয় হল, এদিন যেসব রাজনেতার বাড়িতে হামলা চালানো হয়েছে সেই শের বাহাদুর দেউবা সহ ঝালানাথ খানাল-সবাই ভারতীয়পন্থী হিসাবেই পরিচিত।আর ওই ভারী আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ করেছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। বিক্ষোভকারীদের হাতে যে সব আগ্নেয়াস্ত্র দেখা গিয়েছে তা মূলত পাক সেনাবাহিনী ব্যবহার করে। গত মাসের শেষ দিকে পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের নির্দেশে এক বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র নেপালে ঢোকানো হয়েছিল। সেই আগ্নেয়াস্ত্রই বিক্ষোভকারীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।'

সমাজমাধ্যমের উপরে নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) উত্তাল হয়ে পড়েছিল নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডু-সহ বিস্তীর্ণ এলাকা। মঙ্গলবার পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। সকাল হতে না হতেই রাজধানী কাঠমান্ডু-সহ বিভিন্ন জেলার রাস্তায় নামেন বিক্ষোভকারীরা।

আন্দোলনকারীদের হাতে ছিল অত্যাধুনিক অস্ত্র। কাঠমান্ডুর সিংহ দরবার প্রাসাদ কমপ্লেক্সসহ বিভিন্ন স্থানে প্রকাশ্যে বিক্ষোভকারীদের মারণাস্ত্র বহন করতে দেখা যায়। সেই ভারী আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে মন্ত্রী এবং রাজনৈতিক নেতাদের বাড়িঘর থেকে শুরু করে সুপ্রিম কোর্টে গুলি ছুড়তে দেখা যায়। কীভাবে বিক্ষোভকারীদের হাতে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র হাতে এল, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। বিষয়টি নিয়ে তদন্তে নামেন গোয়েন্দারা। আর তাতেই মারাত্মক তথ্য জানতে পারেন তাঁরা।

বিভিন্ন সোর্সের মাধ্যমে খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে গোয়েন্দারা জানতে পারেন, দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টির সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডিন আর থমসন ও ঢাকায় নিযুক্ত প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস। গত জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে কাঠমান্ডুর মেয়র তথা মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা সিআইএ'র এজেন্ট বলেন্দ্র শাহ ও তাঁর ঘনিষ্ঠ রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টির প্রধান রবি লামিছানের সঙ্গে বিশেষ বৈঠক করেন কাঠমান্ডুতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডিন আর থমসন। ওই বৈঠকেই সরকার বিরোধী আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাংলাদেশে শেখ হাসিনা বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম রূপকার পিটার ডি হাস অগস্টের প্রথম সপ্তাহে কাঠমান্ডুতে পৌঁছে কিভাবে সমাজমাধ্যমকে ব্যবহার করে কেপি শর্মা ওলির বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে তা বিস্তারিতভাবে বোঝান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা দেশগুলির অনুদানে চলা বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের আধিকারিকদের সঙ্গেও লাগাতার বৈঠক করেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ও সিআইএ এজেন্টরা। নেপালের সেনাপ্রধান অশোক রাজ সিগদেলের (কট্টর ভারত ও মোদি বিরোধী হিসাবে পরিচিত) সঙ্গেও বৈঠক করেন তাঁরা। ওই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই ওলি সরকারের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামা হবে। দুর্নীতি ও বেকারত্বকে হাতিয়ার করা হবে।কিন্তু তার মধ্যেই সমাজমাধ্যমকে আচমকা নিষিদ্ধ করে বহুজাতিক সংস্থা মেটা-সহ একাধিক মার্কিন বহুজাতিক সংস্থার রোষানলে পড়ে ওলি সরকার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা অনুযায়ী, সোমবারই বিক্ষোভের নামে রাস্তায় নামে সশস্ত্র বিক্ষোভকারীরা। বিক্ষোভের নামে তাণ্ডব চালালেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশ মেনে হাত গুটিয়েই বসেছিলেন সেনাপ্রধান অশোক রাজ সিগদালে। মোট ১৭০০ কোটি টাকা দেওয়া হয় বলেন্দ্র শাহ-রবি লামিছানে ও সেনাপ্রধান সিগদালেকে। ওই টাকার মোটা অংশ দেওয়া হয় সমাজপ্রভাবী হিসাবে পরিচিত এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যদের।

এফআইআর করল না রাজ্য? কেউ কি আড়াল করছে', আদালতে বড় প্রশ্ন কমিশনের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নির্দেশের পরও এফআইআর করেনি রাজ্য। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ থাকার পরও ভোটার তালিকায় কারচুপি নিয়ে সাসপেন্ডেড অফিসারদের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়নি। কলকাতা হাইকোর্টে জানাল নির্বাচন কমিশন। আদালত চাইলে রাজ্যের কাছে তথ্য তলব করুক। কলকাতা হাইকোর্টে রিপোর্ট দিয়ে আবেদন জানাল নির্বাচন কমিশন।সেই তথ্য এলে স্পষ্ট হবে যে কেন কমিশনের নির্দেশ মানা হল না। এফআইআর দায়ের না করার পিছনে আসল কারণ কী এবং ওই আধিকারিকদের কেউ ইচ্ছাকৃত আড়াল করছে কি না, সেই প্রশ্নও তুলেছে কমিশন। ভোটার তালিকার কাজে এ রাজ্যের দুই ইআরও, দুই এইআরও ও এক ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। কমিশন চিঠির পর চিঠি দিলেও প্রথমে কার্যত কোনও ব্যবস্থা নেয়নি রাজ্য। পরে এই বিষয়ে কথা বলতে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে দিল্লিতেও ডেকে পাঠিয়েছিল কমিশন। কমিশন এদিন আদালতে আরও জানিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে Special Intensive Revision (SIR) প্রক্রিয়ার প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। এই বিষয়ে শীঘ্রই আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে। এই সংশোধনের মাধ্যমে বেআইনি নাম বাদ যাবে এবং যোগ্য ব্যক্তিদের নাম ভোটার তালিকায় থাকবে বলেও উল্লেখ করেছে কমিশন। অরুণ গরাইন নামে কাকদ্বীপের এক আধিকারিক ভোটের সংশোধনের কাজে যুক্ত ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নস্যাৎ করতে সিবিআই তদন্তের দাবি করেন মামলাকারী। সেই মামলায় কমিশনের বক্তব্য, ভোটার তালিকায় কারচুপি নিয়ে চার আধিকারিককে দ্রুত সাসপেন্ড এবং তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল রাজ্যকে। কিন্তু রাজ্য দুই অফিসারকে সাসপেন্ড করলেও কোনও আধিকারিকের বিরুদ্ধে এফআইআর করেনি। কমিশনের আর্জি,

পাড়ায় সমাধানে' গিয়ে তালাবন্দি বিডিও

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দিনের পর দিন দাবি করে আসছিলেন। তবুও রাস্তা হয়নি। এবার বিডিও-কে সামনে পেয়েই ক্ষোভ উগরে দিলেন গ্রামবাসীরা। পাড়ায় সমাধান কর্মসূচিতে গিয়ে তালাবন্দি হয়ে থাকতে হল খোদ

বিডিও-কে। পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগণগড় ব্লকের নাড়মা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা। শেষে পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় এলাকা ছেড়ে কোনওমতে দৌড় লাগালেন বিডিও ।বিডিও-কে দৌড়ে পালাতে দেখে বিক্ষোভকারীরাও প্ল্যাকার্ড হাতে তাঁর পিছনে দৌড়তে থাকেন। অবশেষে বিডিও

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

সংবিধানই দেশের রক্ষাকবচ

নেপালে দুর্নীতি এবং সোশাল মিডিয়া ইস্যুতে জেন জি-র আন্দোলনে পতন হয়েছে কেপি শর্মা ওলি সরকারের। রক্তক্ষয়ী আন্দোলনে মৃত্যু হয়েছে ২২ জনের। এরপর তৈরি হয়েছে অরাজক পরিস্থিতির। সরকারি, বেসরকারি ভবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপ্রধানদের বাসভবনে আগুন দিয়েছে জনতা। এমনকী পুড়িয়ে মারা হয়েছে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীকে।উল্লেখ্য, বাংলাদেশের বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কায়দায় দেশে রাজনৈতিক এবং সামাজিক সংস্কারের দাবি জানাচ্ছে 'জেন জি' বিপ্লবীরা। বলা হচ্ছে সংবিধান সংশোধনের কথা। এছাড়াও গত কয়েক দশকে দুর্নীতিবাজ রাজনৈতিক নেতারা যে দেশের সম্পদ লুট করেছেন, তার তদন্ত দাবি জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। এছাড়া 'সেপ্টেম্বর বিপ্লবে' নিহত ২২ জন যুবা আন্দোলনকারীকে শহিদের মর্যাদা দেওয়ার দাবি উঠেছে। নিহতদের পরিবারকে রাষ্ট্রীয় সম্মান এবং আর্থিক সাহায্য দিতে হবে। সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা, বেকারত্বের সমাধান, অনুপ্রবেশ রোখার দাবিও জানিয়েছে আন্দোলনকারীরা।জেল ভেঙে পালাচ্ছে কয়েদিরা। বুধবার একটি মামলায় অস্থির নেপালের প্রসঙ্গ টেনে বড় মন্তব্য করল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতির বেঞ্চের মন্তব্য, "প্রতিবেশী দেশের দিকে তাকিয়ে দেখুন। আমাদের সংবিধানের জন্য আমরা গর্বিত।" কোন মামলায় এই মন্তব্য করল আদালত?

গত ১২ এপ্রিল শীর্ষ আদালত একটি নির্দেশিকা জারি করেছিল। সেখানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং রাজ্যপালদের জন্য বিল অনুমোদনের জন্য দিনক্ষণ (Deadlines) নির্দিষ্ট করা হয়। বুধবার ওই মামলার শুনানিতে ভারতীয় সংবিধানের শক্তির কথা উল্লেখ করা হল। স্পষ্ট করা হল, রাষ্ট্রপ্রধানদের ঊর্ধ্বে জনস্বার্থ। সেই কারণেই সংবিধানের রক্ষাকবচ। প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই বলেন, "আমাদের সংবিধানের জন্য আমরা গর্বিত।" তিনি আরও বলেন, "...তাকিয়ে দেখুন আমাদের প্রতিবেশী দেশে কী চলছে। নেপাল, আমরা দেখছি।" হিমালয়ের দেশে দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনে গত আটচল্লিশ ঘণ্টার পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেন প্রধান বিচারপতি। মনে করিয়ে দেন, বাংলাদেশেও এক ঘটনা দেখা গিয়েছিল। নেপালের নড়বড়ে রাজনৈতিক অবস্থার সবথেকে বড় উদাহরণ সেদেশে গত ১৭ বছরে ক্ষমতায় এসেছে ১৪টি সরকার। সশস্ত্র আন্দোলনের পর রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে ২০১৫ সালে ক্ষমতায় আসে পুষ্পা কমল দাহাল প্রচণ্ডর বামপন্থী সরকার। ওই বছর ২০ সেপ্টেম্বর সংবিধানে সংশোধন আনা হয়। ফের বুদ্ধের দেশে সংবিধান সংশোধনের ডাক দিয়েছে জেন জি বিপ্লবীরা।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(আঠারোতম পর্ব)

কালীমূর্তি ও নকুলেশ্বরের পূজো করতেন। ক্রমে ক্রমে এই জায়গার স্থান মাহাত্ম জনসমাজে ছড়িয়ে পড়ল। বাংলাদেশে বারো ভুঁইয়ার সময় থেকে কালী পূজোর প্রচলন বেড়ে যায়। এই সময় থেকেই কালীঘাট তীর্থস্থান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে।

সাবর্ণ বংশীয় কামদেব ব্রহ্মচারী যিনি মহারাজ মানসিংহের গুরু ছিলেন ও বড়িশার সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের আদিপুরুষ, তাঁর কালীঘাটের বাসস্থান ছিল 'ফকিরডাঙ্গায়'। কামদেব ব্রহ্মচারী, ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

পাড়ায় সমাধানে' গিয়ে তালাবন্দি বিডিও

দৌড়ে গিয়ে নিজের গাড়িতে উঠে বেরিয়ে যান। বিক্ষোভকারী মহিলাদের কথায়, "খারাপ রাস্তার জন্য গ্রামে গাড়ি তো দূরের কথা অ্যাম্বুল্যান্সও ঢোকে না। ফলে অসুস্থ হলে রোগীদের হাসপাতালে পর্যন্ত নিয়ে যেতে হয় ডুলিতে। প্রসূতি মায়েদের নিয়ে যেচে চুড়ান্ত সমস্যায় পড়তে হয়। যতবার দাবি জানিয়েছি, ততবার আশ্বাসবাণী ছাড়া কিছুই মেলেনি। তাই বাধ্য হয়ে শিবিরে দাবি জানাতে এসেছি।" যদিও এই বিক্ষোভ নিয়ে প্রশাসন কিংবা বিডিও-র তরফ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।গ্রামে আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান ক্যাম্প হচ্ছিল। কেন সংস্কার করা হয়নি রাস্তা? প্ল্যাকার্ড হাতে তার জবাবদিহি চাইতে শিবিরে হাজির হন প্রায় শতাধিক মহিলা। বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি তালাবন্ধ করে বিডিও, পঞ্চায়েত প্রধান এবং অন্যান্যদের আটকে রাখেন প্রায় ঘণ্টা দেড়েক। খবর পেয়ে পুলিশও যায় ঘটনাস্থলে। পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তারা অনেক বোঝানোর পর বিক্ষোভকারীরা তালা খুলে দিলেও দাবি থেকে সরতে নারাজ। বিডিও বাইরে বেরোলে ফের তাঁকে ঘিরে ধরে জানতে চান, কবে রাস্তা সংস্কার হবে। মহিলাদের মাঝে ঘেরাও হওয়ার ভয়ে দৌড়ে পালান বিডিও।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

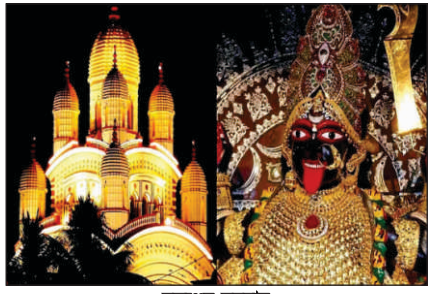

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তাঁহার সপ্তাক্ষরের মন্ত্রটি এইঃ 'হ্রীঃ হ হ হুঁ হুঁ ফট্'। সপ্তাক্ষর নীল মূর্তি। ত্রিমুখ এবং ষড়্ভুজ; ইনি আলীঢ় পদে দাঁড়াইয়া ভৈরব ও কালরাত্রিকে পদলিত করেন। সপ্তাক্ষর হেরুকের ন্যায় ভীষণদর্শন এবং ইনি স্বশক্তি বজ্রবারাহী দ্বারা আলিঙ্গিত হন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

নেপালে জেল থেকে পালিয়ে গেল ১৩ হাজার কয়েদি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কাঠমান্ডু: সরকারহীন নেপালে আরাজকতার চূড়ান্ত। গতকাল মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) থেকে বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) বিকেল পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন জেল ভেঙে ১৩ হাজার কয়েদিকে পালানোর সুযোগ করে দিয়েছে বিক্ষোভকারীরা। শুধু তাই নয়, একাধিক জেলের অস্ত্রাগারে হামলা চালিয়ে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্রও লুট করেছে কয়েদিরা।অন্যদিকে, দেশে কোনও প্রশাসন না থাকার সুযোগ নিয়ে অবাধে লুটপাট চালাচ্ছে বিক্ষোভকারীরা। নামী শিল্পপতির বাড়ি থেকে শুরু করে শপিং মল-লুটপাটকারীদের হাত থেকে বাদ পড়ছে না কিছুই। সবচেয়ে বিস্ময়ের হল, সেনার সামনেই চলছে ওই লুটপাট। নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে সেনা সদস্যরা। নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক সেনা কর্তার কথায় 'সেনাপ্রধান অশোক রাজ সিগদালে লুটপাটে মত্ত বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ না নিতে বলেছেন। ফলে হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে।'পালিয়ে

যাওয়া কয়েদিদের মধ্যে যেমন রয়েছে কুখ্যাত জঙ্গি তেমনই রয়েছে খুনি ও ধর্ষকরা। ফলে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন নেপাল পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা। তাদের আশঙ্কা, জেল ভেঙে পালানো কয়েদিদের পাকড়াও করতে না পারলে চরম মূল্য চোকাতে হবে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটবে। কেপি শর্মার ওলি সরকারকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করতে গত সোমবার সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা। ওইদিন সংসদ ভবনে হামলা চালাতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান ২০ জন সশস্ত্র বিক্ষোভকারী। মঙ্গলবার পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পৌডেল থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির বাসভবনে হামলা চালানো হয়। রেহাই পাননি প্রাক্তন তিন প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেউবা, ঝালানাথ খানাল ও পুষ্পকুমার দহালও। তিন জনের বাড়িতেই হামলা চালায় বিক্ষোভকারীরা। শুধু তাই বেধড়ক মারধর করে ঝালানাথ খানালের স্ত্রীকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়। সুপ্রিম কোর্টেও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। পাশাপাশি একাধিক জেল ভেঙে কুখ্যাত কয়েদিদের ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। নেপাল পুলিশের এক আধিকারিকের কথা অনুযায়ী, মঙ্গল এবং বুধ-দু'দিনে ১৩ হাজার কয়েদিকে ছাড়িয়ে নিয়েছে বিক্ষোভকারীরা। তার মধ্যে ডিল্লিবাজার জেল থেকে ১১০০ জন, নাকখু জেল থেকে ১২০০ জন, ছিতওয়ান জেল থেকে ৭০০ জন, সুনসারির ঝুম্পকা থেকে ১৫৭৫ জন, কাঞ্চনপুর থেকে ৪৫০ জন, কেলালি জেল থেকে ৬১২ জন কয়েদি পালিয়েছে। ঝালেশ্বর জেল থেকে ৫৭৬, কাসকি থেকে ৭৭৩, ডাং থেকে ১২৪ জন পালিয়েছে। কয়েদি ও বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে জেলরক্ষী ও পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে পাঁচ নাবালক বন্দি।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

বিহার, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ৩,১৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ভাগলপুর - দুমকা – রামপুরহাট রেল শাখার ডাবল লাইনিং-এর অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটি বিহার, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ভাগলপুর -দুমকা – রামপুরহাট রেল শাখার ডাবল লাইনিং-এর অনুমোদন দিল। এজন্য আনুমানিক ৩,১৬৯ কোটি টাকা ব্যয় হবে।

এর ফলে রেল পরিষেবার গতিশীলতা, দক্ষতা এবং নির্ভরযোগ্যতা বাড়বে। ভারতীয় রেলের ব্যস্ততম এই শাখার ওপর থেকে চাপ কমবে এবং প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করা সহজ হবে। সার্বিক উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান/ স্বরোজগারের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিটি অঞ্চলের মানুষকে 'আত্মনির্ভর' করে তুলে নতুন ভারত গঠনের যে সংকল্প প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী নিয়েছেন, এই প্রকল্প তার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ।

প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি জাতীয় মাস্টার প্ল্যানে সুসমন্বিত পরিকল্পনা ও সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে বহুমুখী যোগাযোগ এবং লজিস্টিক্স দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পগুলি যাত্রী, পণ্য ও পরিষেবার নির্বিঘ্ন যাতায়াতের পথ সুগম করবে।

এরপর ৬ পাতায়

ডিস্ট্রিবিউশন প্ল্যাটফর্ম অপারেটরদের (ডিপিও) মাসিক ও ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কর্মদক্ষতা পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন পেশের নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

ভারতের টেলিকম নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ- ট্রাই আজ ভারতের টেলিকম নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন ১৯৯৭-এর ১২ নম্বর ধারা অনুসারে একটি নির্দেশ জারি করেছে। এই নির্দেশে ডিস্ট্রিবিউশন প্ল্যাটফর্ম অপারেটর অর্থাৎ ডিটিএইচ অপারেটর, মাল্টি সিস্টেম অপারেটর (এমএসও), হেডেন্ড-ইন-দ্য-স্কাই (এইচআইটিএস) অপারেটর এবং ইন্টারনেট প্রোটোকল টেলিভিশন (আইপিটিভি) অপারেটরদের সম্প্রচার পরিষেবার কর্মদক্ষতা পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন, মাসিক ও ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পেশের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এর আগে ২০০৮ সালের ২৪ জুলাই জারি করা এক নির্দেশে কর্তৃপক্ষ, ডিটিএইচ অপারেটরদের ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কার্যদক্ষতা পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন পেশ করার নির্দেশ দিয়েছিল। পরবর্তীকালে ২০১৯ সালের জুলাই মাসে ট্রাই পন্থা-পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটিয়ে ডিটিএইচ অপারেটর, মাল্টি সিস্টেম অপারেটর (এমএসও), হেডেন্ড-ইন-দ্য-স্কাই (এইচআইটিএস) অপারেটরদেরও এর আওতায় আনে।

কীভাবে এই প্রতিবেদন পেশ করতে হবে, ট্রাই তা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এটি বর্তমান নির্দেশের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে। সেই অনুসারে ডিস্ট্রিবিউশন প্ল্যাটফর্ম অপারেটরদের যেসব প্রতিবেদন ট্রাইয়ের কাছে পেশ করতে হবে, তা হল :

১. প্রতি মাস শেষ হওয়ার ১০ দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট ছকে মাসিক কর্মদক্ষতা পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন (এম-পিএমআর);

২. প্রতি ত্রৈমাসিক শেষ হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট ছকে ত্রৈমাসিক কর্মদক্ষতা পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন (কিউ-পিএমআর)

পূর্ববর্তী আর্থিক বছরের শেষ দিনে যেসব ডিস্ট্রিবিউশন প্ল্যাটফর্ম অপারেটরের সক্রিয় গ্রাহকের সংখ্যা ৩০,০০০-এর কম, তাদের ক্ষেত্রে ত্রৈমাসিক কর্মদক্ষতা পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন পেশ ঐচ্ছিক করা হয়েছে।

সম্প্রচারের ক্ষেত্রে যথাযথ বিধিনিয়ম পালন সুনিশ্চিত করতে, স্বচ্ছতার প্রসারে, গ্রাহক স্বার্থ রক্ষায় এবং সম্প্রচার ও কেবল টিভি পরিষেবা ক্ষেত্রের সুশৃঙ্খল বৃদ্ধিকে উৎসাহ দিতে এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

নির্দেশের প্রতিলিপি ট্রাইয়ের ওয়েবসাইটে রয়েছে (www.trai.gov.in)।

এ সংক্রান্ত কোনও তথ্য বা ব্যাখ্যার জন্য মুখ্য উপদেষ্টা (বি অ্যান্ড সিএস) শ্রী অভয় শঙ্কর ভার্মার সঙ্গে ইমেল pradvbcs@trai.gov.in অথবা টেলিফোন ৯১-১১২০৯০৭৭৬১-এর মাধ্যমে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

(৫ পাতার পর)

বিহার, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ৩,১৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ভাগলপুর - দুমকা – রামপুরহাট রেল শাখার ডাবল লাইনিং-এর অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

এই প্রকল্পের আওতায় বিহার, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গ- এই তিন রাজ্যের মোট ৫টি জেলা রয়েছে। এর সুবাদে ভারতীয় রেলের নেটওয়ার্ক আরও ১৭৭ কিলোমিটার বাড়বে।

এই প্রকল্পের ফলে দেওঘর (বাবা বৈদ্যনাথ ধাম), তারাপীঠ (শক্তিপীঠ)-এর মতো বিখ্যাত স্থানগুলিতে যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা বাড়বে। সারা দেশের তীর্থযাত্রী ও পর্যটকরা এই জায়গাগুলিতে যেতে উৎসাহিত হবেন।

বহুমুখী প্রকল্পগুলি আনুমানিক ৪৪১টি গ্রাম এবং ৩টি উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলায় (বাঙ্কা, গোড্ডা ও দুমকা) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাবে, ছুঁয়ে যাবে প্রায় ২৮.৭২ লক্ষ মানুষের জীবনকে।

এই রেলপথ দিয়ে কয়লা, সিমেন্ট, সার, ইঁট, পাথর প্রভৃতির মতো পণ্য পরিবহণ করা হয়। সক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে এখানে ১৫ এমটিপিএ (মিলিয়ন টনস পার অ্যানাম) অতিরিক্ত পণ্য পরিবহণ করা সম্ভব হবে। রেল যেহেতু পরিবেশ বান্ধব ও কম জ্বালানীর এক পরিবহণ মাধ্যম, সেহেতু এর মাধ্যমে দেশের জলবায়ু সংক্রান্ত লক্ষ্যে পৌঁছনো সহজ হবে। এর সুবাদে জ্বালানি তেলের আমদানি কমবে (৫ কোটি লিটার), হ্রাস পাবে কার্বন নির্গমনও (২৪ কোটি কেজি), যা ১ কোটি গাছ লাগানোর সমতুল।

এসএমপি, কলকাতা পূর্ব রেলের জন্য ডালিয়ান থেকে আসা ৪৮টি মেট্রো কোচ সফলভাবে জাহাজ থেকে মাটিতে নামাল

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বন্দর কর্তৃপক্ষ (এসএমপি, কলকাতা) ডক সিস্টেমের মাধ্যমে চীনের "ডালিয়ান লোকোমোটিভ অ্যান্ড রোলিং স্টক কোম্পানি" থেকে আসা ৪৮টি মেট্রো কোচ সফলভাবে জাহাজ থেকে বন্দরে নামিয়েছে। এই কোচগুলি পূর্ব রেলের জন্য আমদানি করা হয়েছে এবং জাহাজ থেকে নামানোর পর সরাসরি রেল লাইনে রাখা হয়েছে যাতে লোকোমোটিভ ইঞ্জিন দ্বারা টানা যায়। চলতি অর্থবছরে এখন পর্যন্ত কলকাতায় এ ধরনের তিনটি জাহাজ খালি করা হয়েছে।

জাহাজের নাম: স্প্রিং মোটা, গ্যালাক্সি গ্লোরি ও স্প্রিং শাইন

পণ্য: ৪৮টি মেট্রো কোচ

নির্মাতা: ডালিয়ান লোকোমোটিভ অ্যান্ড রোলিং স্টক কোম্পানি

ক্রেতা: পূর্ব রেল

এই উপলক্ষে, এসএমপি কলকাতার চেয়ারম্যান, শ্রী রথেন্দ্র রমন বলেন,

"এসএমপি, কলকাতায় মেট্রো কোচের সফলভাবে জাহাজ থেকে মাটিতে নামান শুধুমাত্র একটি সাধারণ কার্যক্রম নয়—এটি নতুন ভারতের স্বপ্ন এবং সংকল্পের প্রতিফলন। কলকাতা মেট্রো এই শহরের উন্নয়নের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং আজকের এই কার্যক্রম এসএমপি, কলকাতার জন্য গর্বের। আমি মেট্রো রেলওয়েকে এই অগ্রগতির জন্য অভিনন্দন জানাই এবং এসএমপি, কলকাতার কর্মীবৃন্দ ও অংশীদারদের এই কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনা করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। এসএমপি, কলকাতা দেশের সামুদ্রিক বাণিজ্যে সমৃদ্ধি আনতে এবং আধুনিক পরিকাঠামোর মাধ্যমে উন্নত পরিষেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

সিনেমার খবর

ভরপুর অ্যাকশন-রোমান্সে ‘বাঘি ৪’-এর ট্রেলার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ফার্স্ট লুক, পোস্টার ও গান প্রকাশের পর থেকেই ‘বাঘি ৪’ নিয়ে দর্শকের আগ্রহ ছিল তুঙ্গে। অবশেষে মুক্তি পেল সিনেমাটির ট্রেলার। প্রত্যাশা মতোই ভরপুর অ্যাকশন, হাড়ভাঙা লড়াই, রোমান্স ও দারুন সব ডায়ালগে প্রেক্ষাগৃহে রীতিমত ঝড় তোলার আগাম বার্তা দিল ‘বাঘি ৪’ ট্রেলারটি।

শুরুতেই দেখা যায় রক্তাক্ত ও ক্ষত-বিক্ষত শরীর নিয়ে প্রতিপক্ষকে তারা করতে দেখা যায় টাইগারকে। এরপর হাজির হন খলনায়ক সঞ্জয় দত্ত, যার চোখে-মুখে ভয়ঙ্কর আগ্রাসী রূপ।

টাইগারের দুটি আলাদা লুক দেখা গেছে। প্রথমে নৌবাহিনীর অফিসার, পরে এক নির্মম প্রতিশোধপরায়ণ রূপ-দর্শকের কৌতূহল আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ধীরে ধীরে গল্প এগোতেই প্রকাশ পায়, চারপাশের মানুষ টাইগারকে মানসিকভাবে অস্থির ভাবছে। টাইগার বিশ্বাস করেন, তার প্রেয়সী আলিশা মারা গেছে। অথচ অন্যরা দাবি করে-আলিশা আদৌ ছিল না, কেবল তাঁর কল্পনার সৃষ্টি। এখান থেকেই শুরু হয় চমক, আবেগ আর প্রতিশোধের উত্তাল ঝড়।

ট্রেলার অনলাইনে প্রকাশের পরপরই সোশ্যাল মিডিয়া ভরে ওঠে দর্শকের প্রশংসায়। কেউ লিখেছেন, “বলিউড অ্যাকশন লেভেল আপগ্রেড– ‘বাঘি ৪ স্টাইল’, আবার কেউ মন্তব্য করেছেন, ‘টাইগার শ্রফের মেগা কামব্যাক’।

কয়েক সপ্তাহ আগে মুক্তি পাওয়া ‘বাঘি ৪’-এর টিজার নিয়ে দর্শকের মিশ্র প্রতিক্রিয়া থাকলেও, ট্রেলার দর্শকদের নতুন আশা জাগিয়েছে।

সিনেমায় টাইগার শ্রফ ও সঞ্জয় দত্ত ছাড়াও অভিনয় করেছেন সোনাম বাজওয়া, হারনাজ সান্ধুসহ আরও অনেকে।

‘বাঘি ৪’ পরিচালনা করেছেন এ. হর্ষা। প্রযোজনার পাশাপাশি সিনেমা গল্প ও চিত্রনাট্য লিখেছেন সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা। জনপ্রিয় ‘বাঘি’ ফ্র্যাঞ্চাইজির এই নতুন অধ্যায় মুক্তি পেতে চলেছে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর প্রেক্ষাগৃহে।

নতুন পরিচয়ে ঋতুপর্ণা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টালিউডে চিত্রনায়িকা ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তের অবদান অনেক। এক সময় বাংলা ইন্ডাস্ট্রিকে একাই এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এই অভিনেত্রী। বাংলাদেশের অনেক সিনেমায় তিনি অভিনয়ও করেছেন। আজও নতুন প্রজন্মের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অভিনয় করে চলেছেন তিনি। এবার নতুন পরিচয়ে সবার সামনে আসতে চলেছেন ঋতুপর্ণা।

একজন অসাধারণ অভিনেত্রী হওয়ার পাশাপাশি তিনি যে একজন দুর্দান্ত কবি, তা অনেকেই জানেন না। এবার তাঁর কবিতার বই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। আনুষ্ঠানিকভাবে কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন ঋতুপর্ণা। শুধু অভিনয় নয়, সমানতালে সংসার এবং সন্তানকে সময় দেওয়ার পরেও তিনি নিজের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা কবিতার আকারে লিখে ফেলেছেন। ব্যক্তিগত জীবন থেকে পেশাগত জীবন, সবটাই তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর কবিতার বই ‘মাই ব্যালকনি সি এন্ড আদার পোয়েমস’ বইতে। সেই বই এবার মুক্তি পাবে বিদেশি ভাষায়।

অনেকেই জানেন না, বিগত বহু বছর ধরে কবিতার জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিনেত্রী। তবে বাংলা ভাষায় নয়, ঋতুপর্ণার কবিতার বই এবার অনুবাদ করা হবে ফরাসি ভাষায়। আজ ৩০ আগষ্ট আগস্ট আলিয়াস ফ্রঁসেজে হবে এই বই প্রকাশের অনুষ্ঠান।

চলতি বছরটা বেশ ব্যস্ততার সঙ্গেই কাটছে ঋতুপর্ণার। একের পর এক সিনেমা মুক্তি পাচ্ছে অভিনেত্রীর। গত ২৯ অগস্ট বড় পর্দায় মুক্তি পেয়েছে তাঁর অভিনীত সিনেমা ‘বেলা’। ছেলের জন্মদিনের দিনেই ছবি মুক্তিতে ভীষণ আনন্দিত অভিনেত্রী।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে একজন স্বাধীনচেতা মেয়ের গল্প তুলে ধরা হবে এই সিনেমার মধ্যে। বেলা, যিনি শুধুমাত্র একজন রেডিও জকি ছিলেন তা নয় তিনি একাধারে ছিলেন একজন দুর্দান্ত রাঁধুনি এবং চাকুরীজীবী। তবে একটা সময় পর এই মানুষটিকে মানুষ চিনেছেন শুধুমাত্র রান্নার বইয়ের লেখিকা হিসেবে। বেলা জীবনের কত উত্থান পতন দেখেছেন, সেটাই তুলে ধরা হয়েছে এই সিনেমার মাধ্যমে।

অবৈধভাবে কোটি টাকা উপার্জনের অভিযোগ, অঙ্কুশকে ইডির তলব

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এবার অবৈধ বেটিং অ্যাপ প্রচারের জেরে টলিউড অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরাকে সমন ইডির (কেন্দ্রীয় আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা)। হাজিরা দিতে হবে আগামী মাসে। অঙ্কুশ একা নন, এর আগে বেআইনি বেটিং অ্যাপসংক্রান্ত মামলাতে ২৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে ইডি।

সেই তালিকায় নাম রয়েছে দক্ষিণী তারকা রানা দগ্গুবতি, বিজয় দেবেরাকোন্ডা থেকে কপিল শর্মাসহ একাধিক সমাজমাধ্যম প্রভাবীর।

সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দপ্তরে আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর হাজিরা দিতে হবে অঙ্কুশকে। অর্থাৎ পূজার আগেই অঙ্কুশকে পড়তে হবে তদন্তকারীর কড়া প্রশ্নবাণের মুখে।

অভিযোগ তদন্তকারী কর্মকর্তাদের সন্দেহ, এই বেআইনি বেটিং অ্যাপগুলো অবৈধভাবে কয়েক কোটি টাকা উপার্জন করেছে। হাওয়ালার মাধ্যমে সেই টাকা ঘোরানো হয়েছে বলেও অভিযোগ। ইডির সমন নিয়ে অঙ্কুশ এখনও সংবাদমাধ্যমে কোনো প্রতিক্রিয়া দেননি। আপাতত নিজের অভিনীত ‘রক্তবীজ ২’ সিনেমা নিয়ে ব্যস্ত এই টালিউড অভিনেতা।

পূজা উপলক্ষে আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর বড়পর্দায় মুক্তি পাবে শিবপ্রসাদ-নন্দিতার এই সিনেমাটি; যেখানে তিনি একেবারে অচেনা অবতারে ধরা দেবেন। সিনেমায় আরও আছেন মিমি চক্রবর্তী, আবীর চট্টোপাধ্যায়। সিনেমাটি নিয়ে আশাবাদী এই অভিনেতা।

এরইমধ্যে প্রকাশ পেয়েছে ছবির আইটেম গান। তাতে কোমর দুলিয়েছেন নুসরাত জাহান। নতুন সিনেমার প্রচার-প্রচারণা ছাড়াও ড্যান্স বাংলা ড্যান্স প্রতিযোগিতার বিচারকের দায়িত্ব পালন করছেন অঙ্কুশ।

বান্ধবীকে গুমের হুমকি দিয়ে বিপাকে ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ব্রাজিলের তারকা ডিফেন্ডার ডেভিড লুইজের বিরুদ্ধে বান্ধবীকে গুমের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। ভুক্তভোগীর আবেদনের পর আদালত জরুরি ভিত্তিতে সুরক্ষা আদেশ জারি করেছে, যাতে লুইজ তার কাছাকাছি যেতে না পারেন।

৩৮ বছর বয়সী লুইজ সম্প্রতি সাইপ্রাসের ক্লাব পাফোস এফসির সঙ্গে চুক্তি করেছেন। এর আগে তিনি খেলেছেন ব্রাজিলের ক্লাব ফোর্তালেজায়। অভিযোগকারী নারী ফ্রান্সিসকা ক্যারোলাইন বারবারোসা দাবি করেছেন, ফোর্তালেজায় খেলার সময় তাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল। সেই সময় থেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাকে একাধিকবার হুমকি দেন লুইজ।

সেয়ারার সেনাদর পম্পেউ শহরের বাসিন্দা ও এক সন্তানের জননী বারবারোসা গত ২৫ আগস্ট পুলিশের কাছে অভিযোগ করেন। পরদিনই তিনি আদালতে সুরক্ষার আবেদন জানান। সিয়ারার কোর্ট অব জাস্টিস পরে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়।

বারবারোসার আইনজীবী ফ্যাবিয়ানো টাভোরা জানান, ইনস্টাগ্রামে নিয়মিত যোগাযোগ হতো তাদের মধ্যে। সেখানেই হুমকিমূলক বার্তা দেন লুইজ। ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম সিএনএন ব্রাজিল জানিয়েছে, তাদের হাতে এসব বার্তার স্ক্রিনশটও আছে।

একটি বার্তায় লুইজ লিখেছেন, 'আমার কাছে টাকা আর ক্ষমতা আছে। বুদ্ধি খাটানোর চেষ্টা করো না। তোমার ছেলেকে এর পরিণতি ভোগ করতে হতে পারে।' আরেকটি বার্তায় তিনি বলেন, 'আমি চাইলে তোমাকে গায়েব করতে পারি। আমার লোক জানে তুমি কোথায় আছ। আমার কিছুই হবে না।'

তবে অভিযোগের বিষয়ে এখনো মুখ খোলেননি লুইজ। তার জনসংযোগ দপ্তর এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'মামলাটি বিচারিক গোপনীয়তার আওতায় থাকায় খেলোয়াড় কোনো মন্তব্য করবেন না। তিনি সত্যের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং বিশ্বাস করেন, আদালতই সব সত্য প্রকাশ করবে।'

রাজস্থান রয়েলসের কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের পদত্যাগ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টি-২০ বিশ্বকাপ জিতিয়ে ভারতের হেড কোচের দায়িত্বের সমাপ্তি টানেন রাহুল দ্রাবিড়। কিংবদন্তি ক্রিকেটার এরপর রাজস্থান রয়েলসের হেড কোচের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কিন্তু এক মৌসুম পরই পদত্যাগ করলেন তিনি। কিছু কাঠামোগত পরবর্তন আনছে রাজস্থান রয়েলস। তারই অংশ হিসেবে রাহুলকে আরও বড় পদে দায়িত্ব নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল রাজস্থান। তাতে সাড়া দেননি তিনি।

রাজস্থান রয়েলস সোস্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টে বলেছে, '২০২৬ আইপিএল মৌসুমের আগে রাহুল দ্রাবিড় রাজস্থান রয়েলসের সঙ্গে তার চুক্তির ইতি টানছেন। তাকে ক্লাবের পক্ষ থেকে আরও বড় দায়িত্বের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি নাকচ করে দিয়েছেন। রাজস্থান রয়েলস, খেলোয়াড় এবং কোটি ভক্তের পক্ষ থেকে তাকে ধন্যবাদ।'

রাজস্থান রয়েলসের সঙ্গে রাহুলের সম্পর্ক দীর্ঘ। ২০১১ সালে খেলোয়াড় হিসেবে যোগ দেন তিনি। ২০১২ ও ২০১৩ মৌসুমে দলটির অধিনায়ক ছিলেন। ২০১৪ সালে রাজস্থানের পরিচালক ও ২০১৫ সালে ছিলেন মেন্টর। রাহুল আইপিএলে কোচিং করাতে চাইলে তার সামনে কলকাতা নাইট রাইডার্স ও লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা আছে।

কেকেআর চন্দ্রকান্ত পন্ডিতকে ছাঁটাই করেছে। লক্ষ্ণৌতেও নেই কোন হেড কোচ। রাজস্থানের বোর্ড ডাইরেক্টর হিসেবে কুমার সাঙ্গাকারা আছেন। দলটি আইপিএলের প্রথম আসর ২০০৮ সালে শিরোপা জিতলেও ২০২২ সাল ছাড়া ফাইনালে উঠতে পারেনি।

আর্সেনালকে হারিয়ে শীর্ষে লিভারপুল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে হাইভোল্টেজ ম্যাচে রোমাঞ্চকর এক জয় তুলে নিয়েছে লিভারপুল। অ্যানফিল্ডে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ আর্সেনালকে ১-০ গোলে হারিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠে গেছে ইয়ারগেন ক্লপের উত্তরসূরি স্লটের দল।

ম্যাচের একমাত্র এবং নির্ধারক গোলটি করেন হাঙ্গেরিয়ান মিডফিল্ডার ডমিনিক সোবোসালাই। ৮৩তম মিনিটে প্রায় ৩০ গজ দূর থেকে নেওয়া তার দুর্দান্ত ফ্রি কিক গোলবারের কোণ ঘেঁষে জালে জড়ায়। আর্সেনালের গোলরক্ষক ডেভিড রায়া অনেক চেষ্টা করেও বল ঠেকাতে ব্যর্থ হন। এই জয়সূচক গোলেই তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করে লিভারপুল।

ম্যাচের শুরুতেই ধাক্কা খায় আর্সেনাল। মাত্র ৫ মিনিটেই ইনজুরিতে মাঠ ছাড়েন গুরুত্বপূর্ণ ডিফেন্ডার উইলিয়াম সালিবা। তার পরিবর্তে মাঠে নামেন নতুন সাইনিং ক্রিস্টিয়ান মসকুয়েরা। অন্যদিকে, দ্বিতীয়ার্ধে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন লিভারপুল ডিফেন্ডার ইব্রাহিমা কোনাতে।

প্রথমার্ধে দুই দলই খুব বেশি সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণের গতি বাড়ায় লিভারপুল। শেষ দিকে এসে কোর্টিস জোনসকে ফাউল করলে লিভারপুল পায় গোলের সুবর্ণ সুযোগ, আর সেই সুযোগকেই কাজে লাগিয়ে ম্যাচের ব্যবধান গড়ে দেন সোবোসালাই।

এই জয়ের ফলে তিন ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে উঠে গেছে লিভারপুল। অন্যদিকে, ৬ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে রয়েছে মিকেল আর্তেতার আর্সেনাল।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR